তারিখ 26 FEB 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

প্রথম আলো

ছাত্রলীগের কমিটিতে অছাত্রই বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ছাত্রলীগের ৩০১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটির অধিকাংশই অছাত্র কিংবা নিয়মিত শিক্ষাজীবন শেষে নামমাত্র বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়ে আছেন। এঁদের অর্ধশত নেতা চাঁদাবাজি, শিক্ষক লাঞ্ছনা, প্রতিপক্ষকে মারধরসহ বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের এই কমিটি ঘোষণা করা হয় গত সোমবার। কমিটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সহসভাপতি ও সম্পাদক পর্যায়ের ১১৬ নেতার মধ্যে ৮৪ জনই অছাত্র। এর বাইরে অধিকাংশই নিয়মিত শিক্ষাজীবন শেষে বিভিন্ন

চাঁদাবাজ, বিতর্কিতরাও আছেন। পদবঞ্চিতদের ক্ষোভ

শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হয়ে আছেন।

ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পুরো কমিটিতে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত শিকদার-নিয়ন্ত্রিত কথিত সিন্ডিকেটের অনুসারীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ জন্য বঞ্চিতদের মধ্যে ক্ষোভ-হতাশা দেখা দিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

চাঁদা ও আধিপত্যের জেরে ২০১৩ সালের ৩০ নভেম্বর গভীর রাতে ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ও গোলাগুলিতে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান ফারুক মারা যান। এ ঘটনায় জড়িতসহ অন্য নানা অভিযোগে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাকিব হাসানকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। একই সঙ্গে স্থগিত করে দেওয়া হয় ঢাকা কলেজের কমিটি। সেই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার না করে তাঁকে নতুন কমিটির সহসভাপতি করা হয়েছে।

জানতে চাইলে সাকিব হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই ঘটনায় তিনিসহ সাতজনকে বহিষ্কার করা

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

ছাত্রলীগের কমিটিতে অছাত্রই বেশি

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়। তবে ফারুক হত্যার সঙ্গে তিনি কোনোভাবেই সম্পৃক্ত ছিলেন না বরং ফারুকের পরিবারকে মাঝেমধ্যে তিনি সহায়তাও করেন বলে দাবি করেন।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে সহসম্পাদক পদ পাওয়া দিয়াজ ইরফান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৪ ধারায় চট্টগ্রাম মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে 'বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে'র অভিযোগে সাধারণ ডায়েরি রয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে ইরফান *প্রথম আলোকে* বলেন, অভিযোগপত্রটি বানানো। ওই ঠিকানায় ওই নামের কোনো তরুণী থাকে না।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহমেদ কেন্দ্রীয় কমিটিতে সহসভাপতি হয়েছেন। শিক্ষক লাঞ্ছনার অভিযোগে ২০১৩ সালে তাঁকে তিন মাসের 'স্থগিত বহিষ্কার' শাস্তি দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের সাবেক সভাপতি আমিনুল ইসলাম বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এলাকায় ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে জানতে বারবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি সাড়া দেননি।

কমিটির সহসভাপতি হয়েছেন শামসুন নাহার হল ছাত্রলীগের সহসভাপতি নিশীতা ইকবাল। তাঁর বিরুদ্ধে চারুকলা অনুষদের এক ছাত্রীকে পিটিয়ে বের করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। জানতে চাইলে নিশীতা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'মেয়েটার কিছু নিজস্ব কার্যকলাপের জন্য হল প্রশাসনকে জানিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, আমি সুপারিশ করেছিলাম। ছাত্রলীগের একজনের ইন্ধনে সে আমার বিরুদ্ধে ইয়াবা বিষয়ে অভিযোগ আনে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি করেছিল। কিন্তু ওই মেয়েটা কোনো তথ্য-প্রমাণ দিতে পারেনি।'

২০১০ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে বেস বলের ব্যাট দিয়ে মাথায় বাড়ি দেন ছাত্রলীগের সদ্য সহসভাপতি ইমতিয়াজ বুলবুল ও রেঞ্জ দিয়ে আঘাত করেন কৃষিবিষয়ক সম্পাদক বরকত হোসেন হাওলাদার। জানতে চাইলে ইমতিয়াজ বুলবুল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় আমাদের ছেলেরা ক্যাম্পাস শান্ত রাখতে প্রতিরোধ করেছিল। কিন্তু টুকুকে আঘাতের ঘটনায় আমরা জড়িত ছিলাম না।'

কমিটির আরেক সহসভাপতি এরশাদুর রহমান চৌধুরী ছাত্রদলের সূর্য সেন হল শাখা কমিটির ৯ নম্বর কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন। সহসভাপতি অহিদুর রহমানের ছাত্রত্ব নেই।

এফ রহমান হলের সভাপতি সায়েম খানের বয়স নেই, তারপরও তাঁকে এই কমিটিতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে। আরেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিদার মো. নিজামুল ইসলাম ২০১৪ সালে এসএম হলের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন একসঙ্গে ৪৪ ছাত্রকে হল থেকে বের করে দেন। ওই সময় ঘটনাটি বেশ আলোচিত ছিল।

এঁদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আনার বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন বলেন, 'তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা ও ছাত্রত্ব দেখেই কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই কমিটি নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন।'

গত কমিটির উপক্রীড়া-বিষয়ক সম্পাদক সৃজন ঘোষকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। চাঁদা না পেয়ে ২০১৪ সালে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় তাঁকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকুল পাঠানের বিরুদ্ধে গত বছর ক্যাম্পাসে গাড়িচাপা দিয়ে এক রিকশাচালককে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। তবে তিনি ওই রিকশাচালকের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন।

কমিটিতে ছয় সাংবাদিক : কমিটি ঘোষণার শেষ পৃষ্ঠায় বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে লেখা রয়েছে, 'উপরিউক্ত কমিটিতে কেউ ব্যবসা বা চাকরিতে যোগদান করিলে তাদের তাৎক্ষণিকভাবে অব্যাহতি দেওয়া হবে।' তবে ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে পদ পেয়েছেন পাঁচটি জাতীয় দৈনিক ও একটি অনলাইনের ছয়জন সাংবাদিক। এর মধ্যে হাবিবুর রহমানকে গণযোগাযোগ-বিষয়ক উপসম্পাদক; রফিকুল ইসলাম, রুহুল আমিন, রেজাউদ্দৌলা প্রধান (রেজা আকাশ), পিয়াল হাসান, জাকারিয়া বুলবুলকে সহসম্পাদক করা হয়েছে। তবে হাবিবুর রহমান ও রুহুল আমিন ছাড়া কাউকেই কখনো ছাত্রলীগের কোনো কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায়নি।

কমিটিতে পদ পাওয়া রেজাউদ্দৌলা প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সহসভাপতি ছিলেন। গতকাল সাংবাদিক সমিতির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তাঁকে সমিতি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কমিটিতে পদ পাওয়া রফিকুল ইসলাম রনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতি করতেন। ঢাকায় এসেও ছাত্রলীগের সব কর্মসূচিতে অংশ নিতেন।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ২৫১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি হওয়ার কথা থাকলেও হয়েছে ৩০১ সদস্যের। ৪১ জন সহসভাপতির বদলে ৬১, ১০ জন করে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকের স্থলে ১১ জনকে, ২৫ জন সহসম্পাদকের জায়গায় ৪৬ জনকে রাখা হয়েছে। কমিটিতে ১১১ জন উপসম্পাদক রয়েছেন। এখনো সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের ২৩-এর (ক) ধারায় পদপ্রাপ্তির ব্যাপারে অবিবাহিত থাকার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অথচ ঘোষিত কমিটিতে বিবাহিত হলেও আজিজুল হক, নুসরাত জাহান ও সুপ্রিয় কুণ্ডুকে সহসভাপতি, শাহিদুল ইসলাম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শহিদ চৌধুরীকে সহসম্পাদক করা হয়েছে।

কমিটিতে ঢাকার প্রাধান্য : ঢাকায় যাঁরা রাজনীতি করেন বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন নেতাদের কমিটিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এর প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন পদবঞ্চিতরা। পরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে গিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ওবায়দুল কাদেরের কাছে মৌখিকভাবে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ জানান তাঁরা।

জানতে চাইলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম বলেন, 'কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগকে অনুরোধ করব, যেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রলীগের ত্যাগী নেতাদের যথোপযুক্ত মূল্যায়ন করা হয়।'

জানতে চাইলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেন বলেন, 'ছাত্রলীগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে প্রতিনিয়ত আমাদের মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। অথচ এখান থেকে মাত্র দুজনকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেওয়া হয়েছে। অবশ্যই আমরা আরও বেশি পদের দাবি রাখি।'

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুর রহমান বলেন, 'বিবাহিত, বয়স ঠিক আছে কি না, তা দেখে আমরা কমিটিতে স্থান দিয়েছি। নিয়মিত ছাত্র কি না, সেটাও প্রাধান্য দিয়েছি।' কমিটিতে বিতর্কিত নেতাদের স্থান দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'তারা বিভিন্ন সময় কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিল। ওই সময় অনেক পত্রিকা অনেকভাবে নিউজ করেছে। আমরা প্রতিটি থানায় খোঁজখবর নিয়ে তাদের কমিটিতে স্থান দিয়েছি। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তাদের কমিটিতে রাখা হয়নি।'